ফটিক জল

শশিভূষণ দাস

(নূতন সংস্করণ)

মূল্য এক আনা।

ফাটিক জল

টিফিন খাবার ঘণ্টা বাজে ছুট্‌লো বাবুর দল,
চা-দোকানে ঢুক্‌লো গিয়ে কাঁপিয়ে ধরাতল।
কোন্ সকালে গিলেছিল শাক চিংড়ী কচুপোড়া,
নিত্য ঘরে খেঁসারীর ডাল চালায় আগাগোড়া।
কলম পিঁষে ঘণ্টা চারেক বুটের গুতো খেয়ে,
ক্ষিধেয় জ্বলে পেটের নাড়ী চললো বাবু ধেয়ে।
চায়ের বাটি পরিপাটি টেবিলের উপর থাকে,
উঠ্‌ছে ধোঁয়া কালাবাবু অবাক হ'য়ে দেখে।
গেঁজেল যেমন 'টিপ্‌নী' হাতে বম্ ভোলানাথ হয়,
মাতাল যেমন ভাঁটির গন্ধে রাম-রাজত্ব পায়!
মুখ পুড়িয়ে চা পান করে' বাবু কাম্‌ড়ে ধরে চপ্,
তাজা মুরগীর ভাজা ডিম গেলে টপাটপ্।
ফাউলকারী ডিসের উপর কচি বাছুরের মাথা,
শূকর ছানার কোর্ম্মা পেলে মুখে সরেনা কথা।
আহ্লাদে আটখানা বাবু বিস্কুট মুখে দিয়ে,
যেমন সিঁট্‌কে থাকে হনুমান পক্করস্তা পেয়ে।
বাবু গরম গরম সুরুয়া গেলে টোষ্ট করা রুটি,
গুলজার করে চায়ের টেবিল বন্ধু-বান্ধব জুটি।
প্লামকেক্ গেলে বাবু রাই-মাখা কাট্‌লেট,
রুমালে মুখ মুছে বাবু ধরায় সিগারেট।
মোণ্ডা মেঠাই রোচেনা মুখে ঠাণ্ডা সরবত,
গরম চা গিলে বাবু দেখায় কেরামত।

চা-পান করে চাক্‌রে বাবু গিন্নীর হাতেও কাপ,
চায়ের বাটি দেখ্‌লে হাতে ছেলেরাও মারে লাফ।
বুড়োদের বুকে শ্লেষ্মা সরল বাতিক ঠাণ্ডা রাখে,
চুল গজায়ে ওঠে নাকি বুড়ীদের মাথার টাকে।
হুকো কল্‌কের আদব কায়দা নাই আর আমার দেশে,
অতিথি-সৎকার চায়ের কাপে সিগারেট একটা শেষে।
চা-পান করে' গুরুঠাকুরের সন্ধ্যাহ্নিকের ঘটা,
সিদ্ধি ফেলে মেড়ুয়া ভাই চায়ে ভরে লোটা।
পূজোয় বসে' পুরুত ঠাকুর চায়ের হুকুম করে,
বিধবা নারীর একাদশী চা-পান চলে ঘরে।
রোগীরা বলে চা এনে দাও—ডাক্তারেও বলে বেশ।
চায়ের বন্যায় ঢেউ খেলে যা'ক সোনার বাংলাদেশ।
পাড়াগাঁয়ের জঙ্গলীগুলোও ধরেছে চায়ের নেশা,
মেছোহাটায় বাগ্‌দিনীরাও চা-পান করে খাসা!
চাষার মেয়ে সব্‌জি বেচে বাঁ-হাতে চায়ের বাটি,
রাস্তার সেপাই চা-পান করে বগলে পুরে লাঠি।
ধোপা মেথর রাস্তার ধারে চায়ের দোকান খোলে,
ভট্‌চায্যির ছেলে চা পান করে পৈতে রেখে গলে।
ফেরিওয়ালায় চা বেচে খায়—জাতির খবর নাই,
তাদের হাতের জলশুদ্ধ—বলিহারি যাই!
ধন্য তুমি চায়ের গুঁড়ো আসামে তোমার বাস,
লাট সাহেবেরো মুখ পোড়াও তুমি নাইকো তোমার ত্রাস।

লঙ্কাদগ্ধ করে' হনুর নামটি মুখপোড়া,
হনুমানের বংশধর আজ সারা ভুবন-জোড়া।
ভারতবাসীর কালো মুখে পড়্‌ছে আরো কালি,
'কালা আদ্‌মী' বলে' যারা খাচ্ছে লোকের গালি!
অনেক কাল ত মুখ পুড়িয়ে বসে' আছ সবে,
কালো মুখে কালির ছাপ আর কেন ভাই তবে?
সাদা জাতির লাথি খেয়ে যারা গোলামি করে' খায়,
দেশের গৌরব ভুলে যারা বিদেশ পানে চায়।
দেশের খাদ্যে অরুচি যাদের দেশের বিদ্যেয় ছাই,
দেশের মাঠ উজাড় হ'ল খবর যাদের নাই,
খেটে মরে সারাজীবন পেটে জোটে না অন্ন,
পোড়ামুখ পোড়ায় তারা বলত কিসের জন্য?
বহুমূত্রে মর্‌ছে যারা অজীর্ণ আমশূল,
চোদ্দ বছর বয়সে যাদের পাক্‌ছে মাথার চুল,
পেট গরমে দাঁত পড়েছে চোখের মাথা খেয়ে,
কুড়ি বছরে বুড়ী হয়েছে যাদের দেশের মেয়ে।
বিষুবরেখা মাথার উপর আগুনের মাঝে বাস,
তাদের দেশে চা-পান করে' ঘট্‌ছে সর্ব্বনাশ!
যাদের দেশে গাছের ফলে ঠাণ্ডা বারি ভরা,
মরুর মাঝে মাঠের ফলে সিক্ত বসুন্ধরা।
গাছের রসে ঠাণ্ডা সরবত ভগবানের দেওয়া,
বনে জঙ্গলে ফল্‌ছে যেথা মিষ্টি মধুর মেওয়া।

চাতক চেঁচায় যাদের দেশে ফটিক জল চায়,
ঠাণ্ডা জলে ভরা নদী সাগর পানে ধায়।
তাদের দেশে কি ঝক্‌মারি মুখ পুড়িয়ে ছাই,
তেষ্টা ফেলে সরবত ফেলে গরম জল চাই।
মদ খেলে লোকে মাতাল বলে গাঁজায় গেঁজেল নাম,
চীনদেশটার বদ্‌নাম ভারি চণ্ডুখোরের ধাম।
তামাক খেতে মানা আছে গুরুজনের রোষ,
নস্যিখোরের নিন্দে শুনে করে আপশোষ।
চা-পান করে' বাহবা পায় গুরুঠাকুরের সাথে,
চায়ের কাপ তুলে দেয় মেয়ে বাপের হাতে।
বেঁচে থাকো লিপ্‌টনের চা—গুড্‌ম্যান তোমার ভাই,
রোজ সকালে উঠে যেন তোমার চরণামৃত পাই।

ডাক্তার বাবু

স্ত্রী। ও পাড়ার মুখুয্যেদের বউটি মারা গেছে।

ডাক্তার। য়্যা—বল কি! তা হ'লে এখনই আমাকে যেতে হ'বে।

স্ত্রী। তোমাকে আর কষ্ট করে' যেতে হ'বে না, মড়া ফেল্‌তে দের লোকের অভাব হ'বে না।

ডাক্তার। মড়া ফেল্‌তে না হয় যাবনা? সকালে 'কল' দিয়ে গেছে, ভিজিটের টাকা আদায় কর্‌তে যাব।

স্ত্রী। বল কি! মরার খবর পেয়েও ভিজিটের টাকা আদায় কর্‌তে বে? তোমাদের বুকে দয়ামায়া নেই?

ডাক্তার। দয়ামায়া করতে গেলে কি আমাদের ব্যবসা চলে? যে
মরুক আর বাঁচুক, যখন ডাক্তারকে কল দিয়েছে, তখন ডাক্তার
ভিজিটের টাকা দিতে বাধ্য। কলেজে পাস করেছি, গভর্ণমেণ্ট
ডিপ্লোমা পেয়েছি, আমার টাকা মারে কে?

স্ত্রী। তুমি কলেজে পড়ে' এমন কসাইএর বিদ্যে শিখেছ? ম
বুকে ছুরি বসায়ে বিদ্যে শিখেছ কিনা, তাই তোমার মুখখানা ব
মড়ার মত পোড়া, বুকখানাও যেন পাথর দিয়ে গড়া। মায়া মমতা
জলে ধুয়ে ফেলেছ, মড়া ধরে' টানাটানি করতে চলেছ? ছিঃ তো
কি শকুন?

ডাক্তার। আমরা পরোপকারের ব্রত নিয়ে বিদ্যে শিখিনি,
রোজগারের জন্য কলেজে পড়েছি, টাকা নিয়ে লোকের সঙ্গে আ
সম্পর্ক। আমি ধাত্রীবিদ্যায় স্পেশালিষ্ট (বিশেষজ্ঞ)। মুখুয্যে ব
বউটাকে কাল রাতে প্রসব করাতে গিয়াছিলাম কিন্তু ফর্‌সেপের
সইতে পারলে না, আজ সকালে মারা গেল।

স্ত্রী। তুমি ফর্‌সেপ দিয়ে টেনে প্রসব করাও? একি গো-চিকিৎ

ডাক্তার। ফর্‌সেপ ছাড়া প্রসব করানো যাবে কেন? পেটের
ফর্‌সেপ পুরে দিয়ে সন্তানটার মাথা ধরে' লাগালাম টান, তাতে
পিলে পাত ছিঁড়ে আসুক আর নাড়ি-ভুঁড়ি হস্‌কে আসুক,
নেই, প্রসব করান নিয়ে কথা—প্রসব করাতে পারলেই টাকা।
মরে বাঁচে সে কৈফিয়ৎ আমাদের দিতে হয় না। খোদ গভর্ণ
ডিপ্লোমার এত গুণ।

স্ত্রী। তোমাদের খুনে চাপরাসের গুণের পরিচয় আর দিতে হ
পাড়াগাঁয়ের দাইগুলো থাকতে লোকে তোমাদের মত কসাইএর
যায়, এই তাদের আহাম্মুকী।

ডাক্তার। দাইরা কি প্রসব করাতে জানে?

স্ত্রী। তোমাদের মেডিকেল কলেজের অমন গো-চিকিৎসা
যখন এদেশে হয়নি, তখন বুঝি সন্তান মায়ের পেটে পচে মরতো!
দাইগুলোই ত প্রসব করাতো? আমার মাথার দিব্যি, তুমি আ
স্ত্রীলোককে প্রসব করাতে যেয়ো না।

ডাক্তার। স্ত্রীলোককে প্রসব করাতে যাবো না, তবে কি পুরুষদের প্রসব করাবো? ধাত্রী বিদ্যা ছাড়া আর কোন ডাক্তারী বিদ্যায় যে আমার পসার নেই। এখন কি না খেয়ে মরবো?

স্ত্রী। নিজে মর সেও ভাল, দশটা নারীকে এমন করে' মেরো না। চিকিৎসার দোহাই দিয়ে নারীর কোমল প্রাণ টানাটানি আর করো না, তোমার মাথার দিব্যি লাগে।

ডাক্তার। কি ফ্যাসাদেই আজ আমাকে ফেল্‌লে তুমি? ডাক্তারী ছেড়ে' কি ঝক্‌মারী করে' বসেছি।

মধু অভাবে গুড়

বড় শীত। বাবু ভোরে উঠে চাকরকে বল্‌লেন, ঠাণ্ডায় সর্দ্দি লেগেছে, শীগ্‌গীর গরম চা আনো। চাকর আগের দিন চা সংগ্রহ করে রাখেনি, নিকটেও চা মেলে না, মনিবও খুব কড়া মেজাজের লোক। এ চাকরের মুখ শুকিয়ে গেল। গরম চা না দিলে সপাসপ্ চাবুক লাগাবে। চাকরের বিলক্ষণ উপস্থিত বুদ্ধি ছিল, সে মধু অভাবে গুড়ের ব্যবস্থা কর্‌লো।

চাএর কাপ হাতে করে চাকর অশ্বশালায় গিয়ে দেখলো, বড় অশ্বটী মূত্রত্যাগ কর্‌ছে। গরম জিনিষ—ধূম উঠছে—রঙটা অবিকল চাএর মত। চাকর পেয়ালা পূর্ণ করে' টেবিলের উপর রাখলো। বাবু পেয়ালাটা মুখের কাছে নিয়ে গিয়ে নাসা কুঞ্চিত করে' বিকৃতস্বরে বল্‌লেন, এমন গন্ধ কেন?

চাকর মাথা নীচু করে' বল্‌লো, আজ্ঞে চা বাগানের কুলির হাঙ্গামার জন্য থেকে চার দুর্দ্দশা অমনিই হয়েছে।

বাবু এক ঢোক গিলেই রুষ্টভাবে চাকরের দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন, এমন নোন্‌তা লাগছে কেন?

চাকর করজোড়ে বললো, হুজুরের সর্দ্দি লেগেছে শুনে দুধ চার বদলে চার ব্যবস্থা করেছি। বাবুর স্বাস্থ্যের দিকে চাকরের লক্ষ্য দেখে বাবু খুসী হলেন বটে কিন্তু চা হজম কর্‌তে না পেরে বমি করে' ফেললেন।

মহাজাতি সাহিত্য মন্দিরের

—অন্যান্য পুস্তকাবলী—

১। ভাতের হাঁড়ি—যমের বাড়ী ২। যমরাজার বাঙ
আগমন ৩। বাঙালী জব্দ ভাতে ৪। শ্যামের বাঁশী বা সাই
৫। কনট্রোলের ডামাডোল ৬। মহাযুদ্ধের সাক্ষীগো
৭। হিটলারের নরমেধ-যজ্ঞ ৮। কাপড়ে আগুন ৯। ভা
মাতার বস্ত্রহরণ ১০। নেতাজীর অমর কীর্ত্তি ১১। আ
হিন্দ ফৌজ ১২। নেতাজীর জন্মোৎসব ১৩। ধর্ম্মঘটে চাঁ
হাট ১৪। বিশ্বশান্তির ডুগ্‌ডুগি ১৫। জয় হিন্দ ১৬। আ
হিন্দ নেকড়ে বাঘ ১৭। পেট শাসন—ভূঁড়ি অপাং
১৮। নেতাজীর পলায়ন কাহিনী ১নং ১৯। নেতাজীর পল
কাহিনী ২নং ২০। গৃহযুদ্ধ ২১। বিষাদ-সিন্ধু ২২। বউ
কণ্ড ২৩। ঐ রে ঐ রাক্ষসী আসে ২৪। ভারত ছাড়ো
নয়া হিন্দুর অভিযান। ২৬। এ্যাটম বোমার শতনাম
জয় যাত্রা ২৮। বুড়োর কাণ্ড, ২৯। চাবুক।
হাস্য-রহস্য, ৩১। স্বাধীন ভারতের গোড়াপত্তন ৩২। আ
আলো। উক্ত ৩২খানি /০ ও ৵০ আনা মূল্যের পু
একত্রে ডাকমাশুলসহ ভিঃ পিঃতে ২৷৵০ আনা পড়িবে।

বাঙ্গালী মেয়ের আকাশ যুদ্ধ—(ভয়ঙ্কর রোমাঞ্চকর পু
খানি বাহির হইয়াছে) মূল্য দেড় টাকা ভিঃ পিঃতে মাশু
সাত সিকা।

মহাজাতি সাহিত্য মন্দির

১৬৮/১ সি, রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রিন্টার—শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাস কর্ত্তৃক "সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়া
১৬৮।১সি, রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকা